"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন কলিযুগের জলসাঘরে (মেহফিলে), এই জলসাঘর (মেহফিল/সমাবেশ) অনেক বড়, এই মেহফিলে তোমরা বহ্নি পতঙ্গরা বহ্নিশিখার কাছে উৎসর্গ হয়ে পবিত্র হয়ে ওঠো"

*প্রশ্নঃ - এখনও যদি বাচ্চাদের পুরুষার্থ পিঁপড়ের মতো (চিটি মার্গের/ধীর গতির) হয়ে থাকে তবে তার কারণ কী?

*উত্তরঃ - কিছু বাচ্চার রাগ অভিমান করার অভ্যাস থাকে, বাবার উপর রাগ করে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, তখন মায়া নাক-কান টেনে ধরে, সেইজন্যই পুরুষার্থে অগ্রগতি নেই। পিঁপড়ের মার্গের মতোই থেকে যায় (ধীর গতিতে এগিয়ে যাওয়া)। বাচ্চাদের মুরলীধর হওয়ার আগ্রহ থাকা উচিত। মুরলী শুনে অন্যদেরও শোনাতে হবে। রেজাল্ট দেখাতে হবে। যে বাচ্চারা মুরলী মিস করে এবং এই পড়াশোনার মূল্য দেয় না, তারা কখনও ভাগ্যবান হতে পারে না।

*গীতঃ- জলসাঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা/পিপীলিকার পুড়ে মরা তাহাতেই লিখা ....

ওম্ শান্তি । পরমপিতা পরমাত্মাকে বহ্নিশিখাও বলা হয়। অনেক নাম রাখার জন্য মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আত্মাও জ্যোতি স্বরূপ। এখন তোমরা জাগ্রত জ্যোতি হয়ে উঠছো। বহ্নিশিখা এসেছেন। এই মেহফিল বা জলসাঘর বিশাল বড়। কেউ তো এসে বাবার হয়ে যায়। বাবার হয়ে জীবিতাবস্থায় আত্ম বলিদান দেয় (সমর্পণ)। দেহ-অভিমান ত্যাগ করা অর্থাৎ যে মৃত তার কাছে এই দুনিয়াও মৃত হয়ে যায়। তুমি কে ? আত্মা। আত্মা শরীর ত্যাগ করে। তখন তার কাছে সম্পূর্ণ দুনিয়াই মৃত হয়ে যায়। এখন বাবা বলছেন - নিজেকে আত্মা মনে কর। আমরা তো এখন বাবার হয়েছি। দেহ বোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে। মানুষ মরে গেলে দেহ সহ সবকিছু ভুলে যায়। শরীর ত্যাগ করার সাথেই সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তোমরা শরীরে থেকেও অশরীরী হয়ে থাকো কেননা তোমাদের সম্পর্ক এখন বাবার সাথে হয়ে গেছে। তোমাদের রাজযোগ শেখানোর জন্য বাবাও শরীর ধারণ করেছেন (লোন নিয়েছেন)। জলসায় এসেছেন। তোমাদের মধ্যেও কেউ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ জানে, কেউ অর্ধেক জানে, কেউ তো আছে কিছুই জানে না। বাবা বলেন আমি এই রচনার (ব্রহ্মা) মধ্যে এসেছি। এই বিষয়ে তো মানুষই বুঝবে। ভারতবাসীরা শিব জয়ন্তীর কথা জানে। শিব হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, সমস্ত আত্মাদের পিতা। তিনি অবশ্যই আসেন, মন্দিরও আছে। অসংখ্য মন্দির তৈরি করে থাকে। যেমন ক্রাইস্ট তো একজন ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্মৃতি হিসেবে অসংখ্য জড় চিত্র তৈরি করা হয়েছে। ইনিও পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে পতিত-পাবন বলা হয়, ওঁনারও মন্দির আছে।

এ হলো এখন পতিত দুনিয়ার মেহফিল, এরপর হবে পবিত্র দুনিয়ার মেহফিল। পাবন দুনিয়াতে তিনি আসেন না। পাবন দুনিয়ার মেহফিল খুব ছোট হয় আর সুখী হয়, সেইজন্যই ওখানে আসার প্রয়োজন পড়ে না। তাকেঁ আসতে হয় বড় মেহফিল-এ। ওঁনার নাম-ই হলো পতিত-পাবন। এটা পতিত দুনিয়া, এরপর পাবন দুনিয়াও হবে। ঐ নতুন দুনিয়াতে অবশ্যই অল্প সংখ্যক মানুষ থাকবে। তোমরা বাচ্চারা নম্বরানুসার পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষেই সার্ভিস করছ। সত্যনিষ্ঠ সার্ভিসের প্রমাণও দেখা যায়। সুতরাং বাবা মেহফিল-এ এসেছেন। তিনি পতিতদের পবিত্রতা প্রদানকারী। বলাও হয় চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম (ঘর থেকে শুরু করা)। ভারত হলো অবিনাশী বাবার অবিনাশী বার্থ প্লেস । মানুষ ভুলে গেছে - শিববাবা কবে এসেছিলেন? ওঁনাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। তিনি আসেনও পতিত শরীরে। ওঁনার মহিমা কত উচ্চ - শিবায় নমঃ । তোমাদের মহিমাও অপরামপার । বৈকুন্ঠ কিভাবে স্থাপনা করে, যে বৈকুন্ঠের মহিমাও অপরামপার। তোমরা বাচ্চারাই এই বিষয়ে জানো আর এমন বৈকুন্ঠে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তোমাদের পুরুষার্থ বড় ঠান্ডা পিঁপড়ের মতো ধীর গতির।

মায়া কারো কান, কারো নাক টেনে ধরতেই থাকে। কাউকেই ছাড়ে না। তোমরা বুঝতে পারো যে এইভাবে শিববাবাকে নিরন্তর স্মরণ করা উচিত, যেমন একজন স্ত্রী তার স্বামীকে স্মরণ করে, আর ইনি তো হলেন পতিদেরও পতি, তিনি বাবা। এমন বাবাকে কতখানি স্মরণ করা উচিত, এমন বাবার আমরা কত মহিমা গায়ন করেছি, গান ইত্যাদির মাধ্যমেও শিববাবার কত মহিমা করা হয়। তোমার মহিমা অপরামপার। এত মহিমা কেন করা হয়, কোনো কারণ তো আছে তাইনা। তোমরা জানো বাবা এসেই ভারতকে স্বর্গ করে তোলেন। ভারতকে কত উচ্চ করে তোলেন। রাবণ এরপর নিচ করে তোলে। বাবা এসে সুখী করে তোলেন। নরককে বহিস্ত (স্বর্গ) করে তোলেন। এমন বাবাকে কেউ জানে না। পতিত

তো সম্পূর্ণ দুনিয়া হয়ে গেছে। যদিও অশোকা হোটেলের সুখ ইত্যাদি আছে কিন্তু এ'সবই তো অল্প সময়ের জন্য। এটা হলো মৃগতৃষ্ণার মতো রাজ্য। পাইপয়সাও সুখ এখানে নেই, শুধুই দুঃখ আর দুঃখ। সত্যযুগে রাজা-রাণী তথা প্রজা কত সুখে থাকে। এখন তো সবাই কত দুঃখী। ঘুস নেয়, কত পাপ করে। ভারত দৈবী সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল। ভারতের মহিমা কত সুমহান, যা এখন তোমরা জেনেছো। ভগবানের মহিমা গায়ন করে। স্মরণ করে কিন্তু জানে না। আরে, তোমরা তাঁকে ভগবান বলছো, ভগবানের তো নাম চাই না! ওঁনার নাম হলো শিব। সম্পূর্ণ মহিমা ওঁনারই। মানুষ ওঁনার নাম, রূপ, দেশ, কাল সম্পর্কে জানে না। ওরা বলে ওঁনার নাম, রূপ নেই। এদিকে বলেও থাকে পরমপিতা পরমাত্মা পরমধামে থাকেন। নাম, রূপ, দেশ বলে কিন্তু দেহ-অভিমান থাকার কারণে তাঁকে স্মরণ করে না। স্মরণ যদিও করে থাকে সেটাও না বুঝে। গেয়েও থাকে তুমি মাতা-পিতা.... । তোমরা বোঝাতে পার লৌকিক মাতা-পিতা তো আছে তাইনা, ইনি তবে কোন্ মাতা-পিতা? পিতা কিভাবে সৃষ্টি রচনা করেন, কিভাবে মুখ বংশাবলী রচনা করে তাদের রাজ্য-ভাগ্য দেন - সেটা তো তোমরাই জানো, আর কেউ জানে না। তোমাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে আছে। তোমরা জেনেছো শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে এসে শিক্ষা প্রদান করেন। শিববাবারই এতো উচ্চ মহিমা। ব্রহ্মার দ্বারা উনি রাজযোগ শিখিয়ে আমাদের বৈকুন্ঠের মালিক করে তোলেন। নিশ্চয়ই ব্রহ্মা-সরস্বতী প্রথমে গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। জগত অম্বা এবং জগত পিতা বসে আছেন, তাঁরাই বিশ্বের মালিক হবেন। ওনাদের সাথে কুমার-কুমারীরাও আছে। এই দিলওয়ারা মন্দির কত সুন্দর ভাবে তৈরি করা হয়েছে। এই মন্দির ইত্যাদি তো আগেই তৈরি হয়েছে। এখন আমরা দর্শন করছি। আমাদেরই স্মৃতি স্মারক রূপে সম্পূর্ণ এই মন্দির।

সুতরাং এই শিবায় নমঃ গান অবশ্যই থাকা উচিত। দুই-চারটি ফার্স্টক্লাস গান রাখা উচিত। এই বাবা (ব্রহ্মা) নিজের অনুভব শোনান - মন চায় যে বাবার স্মরণে থেকে ভোজন করব কিন্তু ভুলে যাই। তিনি তো বলেন আমি অভোক্তা। ওরা এটা বোঝেনা যে অমুকটা ভালো বা খারাপ। বাবা বলেন আমি আসি তোমরা বাচ্চারা তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র করে তুলতে কেননা রাবণ তোমাদের উপর জয়লাভ করেছে। এখন পুনরায় তার উপর তোমাদের জয়ী হতে হবে। রাবণ তোমাদেরকে কড়িহীন করে দেউলিয়া করে দিয়েছে। ভারত এখন দেউলিয়া তাইনা! আমি এসে তোমাদের সলভেন্ট (সমৃদ্ধশালী) করে তুলি। মানুষের বুদ্ধিই ইনসলভেন্ট (হতদরিদ্র) হয়ে যায়। সুতরাং এই শিবায় নমঃ গান অতি সুন্দর, ওঁনার মহিমা হলো নম্বর ওয়ান। তারপরে হলো ভারতের মহিমা। এই ভারত ওয়ান্ডারফুল ছিল। গাওয়াও হয়ে থাকে না যে - স্বর্গ ছিল। হীরে জহরতের মহল ছিল। এখন সেসব কোথায় গেছে? কিভাবে মায়ার প্রবেশ হয়েছে? সত্যযুগে দেবী-দেবতা ধর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্ম শ্রেষ্ঠ ছিল। ভ্রষ্ট কর্ম করানোর জন্য ওখানে মায়া থাকে না। এখানকার পুরুষার্থের প্রালব্ধ তোমরা পেয়ে থাকো। তোমাদের কোনো দুঃখী হওয়ার প্রশ্নই আসে না। ওখানে পাপ করার প্রয়োজন পড়ে না। এখানে পয়সার জন্য কত পাপ করে। ওখানে তো অগাধ ধন, অসীমিত রাজত্ব না ! গাওয়াও হয়ে থাকে ভারত দৈবী রাজস্থান ছিল। যখন দৈবী রাজস্থান ছিল তখন দেবী-দেবতাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ছিল। বাবা এসে শ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন। তোমরা জানো আমরা এখন শ্রেষ্ঠ হচ্ছি, সুতরাং কোনো পাপ কর্ম করা উচিত নয়। ভয় থাকা উচিত। ভালো-ভালো বাচ্চাদের মায়া নাক ধরে পাপ কর্ম করিয়ে দেয়। এখন তোমরা জানো মেহফিল-এ বাবা এসেছেন, কিভাবে মুখ বংশাবলী রচনা করে তাদের শ্রেষ্ঠ করে তোলেন। অবশ্যই শরীর লোন নিতে হবে। তিনি বলেন আমি সাধারণ শরীরে আসি। ইনিও (ব্রহ্মা) নিজের জন্ম সম্পর্কে জানেন না, আমি বলে দিই। এনার নাম রাখি ব্রহ্মা। ব্রহ্মার শরীরেই প্রবেশ করি কেননা ব্রহ্মার দ্বারাই স্থাপনা করতে হয়। থোড়াই বৌদ্ধ, ইসলাম বা শিখ ধর্মাবলম্বীর মধ্যে প্রবেশ করবো। বাবা বলেন আমাকে ঐ শরীরেই প্রবেশ করতে হয়, যিনি প্রথম সূর্যবংশীতে শ্রী নারায়ণ ছিলেন তাকেই আবারও বানাই। ইনি নিজের জন্ম সম্পর্কে জানেন না। এটা হলো জ্ঞান কান্ড। বাবাই জ্ঞান প্রদান করেন। ওখানে ভক্তির নাম-নিশান থাকে না। জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গ বলা হয়। অর্ধেক কল্প ভক্তি কান্ড অর্ধেক কল্প জ্ঞান কান্ড চলে। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। পতিত হতেই হবে। বাচ্চাদের ভালো-ভালো রহস্য ব্যাখ্যা করা হয়। গেয়েও থাকে ভগবান এসে ভক্তকে সাথে করে নিয়ে যান। পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে – বাবা এসো, মায়া রূপী শিকল থেকে বের করো, আমাদের মুক্ত করো। মিত্র-সম্বন্ধ যারা আছে সবাইকেই লিবরেট করেন। এরপর ওখানে দৈবী মা-বাবা পাবে। তোমরা দেবী-দেবতা হয়ে যাবে। তোমাদের আত্মাও পিওর (পবিত্র) হয়ে যাবে। এখন তোমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে, এরপর পবিত্র হয়ে যাবে। অনেক রকমের চিত্র আছে, যাদের অক্যুপেশন (কর্তব্যকর্ম) কিছুই নেই। ঠিক যেমন পুতুল পূজা করে। না আমি পুরুষ পুতুল, না নারী পুতুল, আমি তো নিরাকার। পুরুষ পুতুল, নারী পুতুল মানুষ হয়, আমি হইনা। আমাকে নিরাকার বলা হয়। তোমরা পুরুষ পুতুল-নারী পুতুল এখন অনেক দুঃখী হয়ে পড়েছো, বৈকুন্ঠে তোমরা অনেক সুখী ছিলে। সুখের মহিমা অপরামপার। কিন্তু বাচ্চারা ক্ষণে-ক্ষণেই ভুলে যায়, রুষ্ট হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অনেকেই রুষ্ট বা রাগ অভিমান হয়। রুষ্ট হয়ে বর্সা নেওয়াই ছেড়ে দেয়। আরে, বর্সা তো তোমাদের বাবার কাছেই নিতে হবে না? এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্ন, ঈশ্বরীয়

পঠন-পাঠন। বাবা কত সহজ করে বুঝিয়েছেন। যদিও তোমরা কোথাও আসতে না পারো, আচ্ছা, মুরলী তো আনিয়ে নিয়ে পড়তে পারো। এতো তৈ কোনো ক্ষতি নেই। তবে হ্যাঁ, পুরুষার্থ করে সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে। সার্ভিসের প্রমাণ-ই নেই তবে মুরলী পাঠিয়ে কি করবে? মুরলী পড়া হয় ধারণ করার জন্য। যদি এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয় তো কি করতে পারবে? বাবাকে স্মরণই করে না। যখন কেউ পাপ করে তো তার বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায়। বাবা কিছুই করেন না। বাবা তো বুঝিয়ে বলেন - তোমাদের খুব মিষ্টি হতে হবে, কাউকে দুঃখী করবে না। শেষে গিয়ে তোমরা বাচ্চারা খুব মিষ্টি, বাবার মতো হবে। পুরুষার্থ করতে হবে। অন্তর্মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে - আমি কাউকে বিরক্ত করিনা তো? আমার প্রতি কেউ বিরক্ত নয় তো? বাইরের লোকেদের খুব অপ্রসন্ন হওয়া সম্ভব ।

তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুল ভূষণদের প্রতিদিন মুরলী শোনা উচিত। মুরলী না শুনলে ধারণা কিভাবে হবে? মুরলী শোনে না তবে বুঝতে হবে - সে ভাগ্যবান নয়। মুরলী কখনোই ছাড়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণীরাও শিববাবার কাছ থেকে মুরলী পায় তাইনা। তাদের সাথে তোমাদের কানেকশন রাখতে হবে। ডাইরেক্ট মুরলী পেতে পারো কিন্তু অন্যদেরও নিজের মতো করে তুলতে হবে এবং দেখাতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। বাবার স্মরণ অন্যদেরও দিতে থাকো। খবর দিলে জানা যাবে, তা না হলে কিভাবে বুঝবে যে বাবার সার্ভিস করছো? সার্ভিসের প্রমাণ অবশ্যই প্রয়োজন। মুরলীধর হওয়ার জন্য আগ্রহ থাকা উচিত। টেপ রেকর্ডারও মুরলীধর হয়, কারণ সঠিকভাবে (অ্যাকুরেট) মুরলী শোনাতে সক্ষম। তোমরা শোনাতে পারবে না। তবে কি করা উচিত? অন্যদের কল্যাণের জন্য একটা টেপ রেকর্ডার মেশিন নিয়ে তাদেরকে দেওয়া উচিত। অনেকেই যখন শুনবে তখন যে দিয়েছে সে অনেক ফল পাবে। তবে দেবে সেই যে এর তাৎপর্য বুঝবে। এই মুরলী শুনে তোমরা রাজকীয় পদ পেয়ে থাকো। আর কারো ভাষণ শুনলে কি স্বর্গের মালিক হতে পারবে? অথবা মানুষ থেকে দেবতা থোড়াই হতে পারবে! এখানে তো ফার্স্টক্লাস দান করতে হবে, যার দ্বারা ২১ জন্মের জন্য অনেকের কল্যাণ হবে। টেপ রেকর্ডার দেওয়া বা বাড়ি দেওয়া ঈশ্বরীয় সেবার কাজে) কত ভালো সার্ভিস। বাচ্চারা সেখানে বসে সার্ভিস করবে। বাড়ি তোমারই থাকবে এবং এটা ব্যবহারের ফল তুমি প্রাপ্ত করবে। ওখানে এর বিনিময়ে (রিটার্ন) তোমরা বড়-বড় প্রাসাদ পাবে। সেই সময় আসবে যখন বাচ্চারা তোমাদের অনেকে বাড়ি দিতে চাইবে। চরণে মাথা নত করতে থাকবে। তখন আর আমরা সেই সব বাড়িঘর নিয়ে কি করব? আমরা তো শুধু সেবা করতে চাই। বাড়ি নিয়ে তারপর এর জন্য অযথা অর্থ ব্যয় করতে হবে - এই সওদাগরও তো চালাক না! সেন্সিবল (বিচক্ষণ) সওদাগর তিনি । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শরীরে থেকেও সবার সাথে (মনে মনে) সম্বন্ধ ছিন্ন করে অশরীরী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। বুদ্ধিতে সবকিছু ভুলে যেতে হবে।

২) পুরুষার্থ করে সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে। মুরলী শুনতে এবং পড়তে হবে - ধারণ করার জন্য। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে না।

বরদানঃ- ন্যাচারাল অ্যাটেনশন বা অভ্যাসের দ্বারা নেচারকে পরিবর্তনকারী সিদ্ধি স্বরূপ ভব

তোমাদের সবারই নিজের সংস্কারের প্রতি অ্যাটেনশন (মনোযোগ) আছে। যদি টেনশন করতে পারো তবে অ্যাটেনশন রাখা এমন কি বড় ব্যাপার । সুতরাং এখন অ্যাটেনশন রাখার জন্যও টেনশন যেন না হয়, অ্যাটেনশন রাখা স্বাভাবিকভাবেই হতে হবে। আত্মার পৃথক হওয়ার অভ্যাস ন্যাচারাল । আত্মা পৃথক ছিল, পৃথক আছে এবং পৃথক থাকবে। যেমন এখন বাণীতে (শব্দ) আসার অভ্যাস পাক্কা হয়ে গেছে, ঠিক একইভাবে শব্দের বাইরে যাওয়া এবং পৃথক হওয়ার অভ্যাসও ন্যাচারাল হয়ে যাবে তখন ডিট্যাচমেন্টের শক্তিশালী ভাইব্রেশনের দ্বারা যে সার্ভিস করবে তাতে সহজেই সাফল্য অর্জন করতে পারবে এবং এই ন্যাচারাল অভ্যাস নেচারকেও বদলে দেবে।

স্লোগানঃ- অশরীরী হওয়ার এক্সারসাইজ আর ব্যর্থ সংকল্প গুলির ভোজন পরিহার করো তবে এভারহেল্দী থাকবে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;